Islami Ain O Bichar
Vol. 22, Issue: 87
July-September, 2026
ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2026-05-02
Published : 2026-11-02
DOI: 10.58666/iab.v22i87.358

Formalin Control Act, 2015 and Islamic Guidelines: A Comparative Analysis

Muhammad Mofazzal Hossain Rasel*

Abstract

Formalin is a chemical solution of formaldehyde gas. Dishonest vendors primarily use formalin to preserve various fruits and fish for extended periods. Formalin inflicts multi-faceted damage upon the human body: when ingested through food, it causes significant harm, while its vapors induce headaches and various other ailments. Inside the human body, formaldehyde metabolizes into formic acid, which elevates blood acidity, triggers circulatory abnormalities, and can even prove fatal. Consuming formalin-laced fish, fruits, and fibrous foods can cause cancers of the stomach, lungs, and respiratory tract. To curb the excessive use of formalin, the Government of Bangladesh enacted the Formalin Control Act 2015. Despite this legislation, formalin continues to be widely used in food supplies, making it imperative to investigate the causes behind the law's shortcomings. In this context, the objective of this research is to conduct a comparative analysis between Islamic guidelines and the Formalin Control Act 2015 for regulating formalin usage in food. The study was conducted using qualitative research methodology. The findings reveal that the Formalin Control Act 2015 is inherently an effective statute for Bangladesh; however, a lack of public awareness and protracted legal enforcement processes serve as major barriers to its implementation. This legislation finds strong support in Islamic Shariah, which prohibits the adulteration and contamination of food in light of the Quran, Hadith, and Fiqh, rendering such acts punishable under discretionary penal provisions (Tazir). Ultimately, given that the majority of Bangladesh's Muslim population holds a deep affection and reverence for Islamic values, this research will play a positive role in fostering awareness in light of both Islamic directives and state regulations concerning formalin control.

Keywords: Formalin Control Act 2015, Public Health Hazard, Ta'zir, Islamic guidelines

* PhD Researcher, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka, Bangladesh. Email: cmraseljnuis@gmail.com. ORCID: 0009-0000-3576-8106

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ ও ইসলামি নির্দেশনা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সারসংক্ষেপ

ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইড গ্যাসের একটি রাসায়নিক দ্রবণ। অসাধু বিক্রেতারা প্রধানত মাছ, তরকারি, সবজিসহ বিভিন্ন ফল দীর্ঘ সময় ধরে তাজা রাখতে ফরমালিন ব্যবহার করে। ফরমালিন নানাভাবে মানবদেহের ক্ষতি করে। ফরমালিন খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে যেমন ক্ষতি করে, তেমনি ফরমালিনের গন্ধ মাথাব্যথাসহ বিভিন্ন রোগের কারণ হয়। মানবদেহে ফরমালডিহাইড ফরমিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়, যা রক্তের অম্লতা বাড়িয়ে দেয়, রক্ত সঞ্চালনে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে এবং এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। ফরমালিন মিশ্রিত মাছ, ফল ও আঁশ জাতীয় খাবার খেলে পাকস্থলী, ফুসফুস এবং শ্বাসনালীতে ক্যান্সার হতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ফরমালিনের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫' নামে একটি আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইন থাকা সত্ত্বেও, খাদ্যে এখনও উচ্চ হারে ফরমালিন ব্যবহৃত হয়, তাই এ আইনের ব্যর্থতার কারণ খুঁজে বের করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে, খাদ্যে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ইসলামি নির্দেশিকা এবং ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫-এর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। গবেষণাটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়েছে। গবেষণার দেখা যায়, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এবং ইসলামি নির্দেশনার মধ্যে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, ক্ষতি প্রতিরোধ, প্রতারণা দমন, বাজার তদারকি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অর্থদণ্ড, পুনরাবৃত্ত অপরাধের শাস্তি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও অপরাধীর মৃত্যুর পর দায় আদায়ের ক্ষেত্রে উভয় ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সর্বোপরি, যেহেতু বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইসলামের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা রয়েছে, তাই ইসলামি নির্দেশনা এবং ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সরকারি আইনের আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বর্তমান গবেষণাটি একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

মূল শব্দ : ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫, জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি, তাযীর, ইসলামি নির্দেশনা

ভূমিকা

ব্যবসায়ে নৈতিক ভিত্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি দিক হলো বিশুদ্ধ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়। বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশে পণ্যের চাহিদার আধিক্যের সুযোগ নিয়ে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী ফরমালিন নামক বিষাক্ত রাসায়নিক মিশিয়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করছে।বিভিন্ন জৈব পদার্থ সংরক্ষণে সাধারণত ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। মাছসহ বিভিন্ন ফলমূলকে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখার উদ্দেশ্যে অসাধু বিক্রেতাগণ মূলত ফরমালিন ব্যবহার করে থাকে। ফরমালিন বিভিন্নভাবে মানবদেহের ক্ষতি করে থাকে। খাবারের মাধ্যমে পেটে গেলে ফরমালিন যেমন শরীরের ক্ষতি করে তেমনি ফরমালিনের গন্ধ মাথা ব্যাথাসহ শ্বাসকষ্টজনিত বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে থাকে। ফরমালিন ডিহাইডযুক্ত মাছ খেলে পাকস্থলী ও গলায়

অস্বস্তি অনুভূত হতে পারে। মানুষের শরীরে ফরমালিন ডিহাইড ফরমিক এসিডে রূপান্তরিত হয়ে রক্তের এসিডিটি বাড়ায় এবং এতে শ্বাস-প্রশ্বাস অস্বাভাবিকভাবে উঠানামা করে এমনকি এতে মৃত্যুও হতে পারে। ফরমালিন যুক্ত মাছ, ফল-মূল খাওয়ার কারণে পাকস্থলী, ফুসফুস ও শ্বাসনালীতে ক্যান্সার হতে পারে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর ইসলামের প্রতি আবেগ ও ভালোবাসা থাকায় ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে সরকারি আইনের পাশাপাশি ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সচেতনতা বৃদ্ধিতে বর্তমান গবেষণা একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। সর্বোপরি, এ আইনের পর্যালোচনায় খাদ্যে ফরমালিন মিশ্রণের দণ্ড সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণের হার ক্রমান্বয়ে কমে আসবে।

গবেষণার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গবেষণা প্রশ্ন

মূল লক্ষ্য : বাংলাদেশ সরকার গৃহীত ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর বিধানসমূহকে ইসলামি আইন ও নৈতিকতার আলোকে বিশ্লেষণ করা।

বিশেষ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

১. ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর বিধানসমূহ বিশ্লেষণ করা।
২. খাদ্যে ফরমালিন মিশ্রণ বিষয়ে ইসলামি নির্দেশনা উপস্থাপন করা।
৩. আইনের বিভিন্ন শাস্তিমূলক ও নিয়ন্ত্রণমূলক বিধানের সাথে ইসলামি নীতির সামঞ্জস্য নির্ণয় করা।

গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions)

১. ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর বিধানসমূহ কী?
২. খাদ্যে ফরমালিন ব্যবহারের বিধান কী?
৩. ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইনের শাস্তিমূলক বিধানসমূহ ইসলামি নীতির সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ?

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণা ঘাটতি (Literature Review & Research Gap)

ফরমালিন, খাদ্যে ভেজাল এবং ভোক্তা-সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। অধিকাংশ গবেষণায় মূলত তিনটি দিক গুরুত্ব পেয়েছে, (ক) ফরমালিনের স্বাস্থ্যঝুঁকি, (খ) নিরাপদ খাদ্য ও ভোক্তা অধিকার আইন এবং (গ) প্রশাসনিক ও আইনগত প্রয়োগ। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণাগুলোতে দেখা যায় যে, ফলমূল, মাছ ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহারের ফলে ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, পাকস্থলীর সমস্যা ও দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক ক্ষতির বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে।

ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইড গ্যাসের রাসায়নিক দ্রবণ। বাজারজাতকৃত ফরমালিনে ৩৭-৪০% ফরমালডিহাইড থাকে বাকীটা পানি এবং মিথানল, এগুলো ফরমল নামেও পরিচিতি।[১] বিশেষত জনস্বাস্থ্যভিত্তিক গবেষণাগুলো ফরমালিনকে

[1] Cogliano VJ, Grosse Y, Baan RA, Straif K, Secretan MB, El Ghissassi F, "Working Group for Volume 88. Meeting report: summary of IARC monographs

একটি "public health hazard" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। Sharmin Aktar তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন, খাদ্যে ফরমালডিহাইড বা ফরমালিনকে মানবদেহের জন্য সম্ভাব্য কার্সিনোজেন হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষতির কারণ হতে পারে;[২] এছাড়াও Majedul Hoque ও অন্যান্য দেখিয়েছেন যে, বাজারে ফলমূল ও মাছ সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহারের ফলে ভোক্তা স্বাস্থ্য ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিদ্যমান আইন প্রয়োগে দুর্বলতা রয়েছে।[৩] এসব গবেষণার প্রধান অবদান হলো ফরমালিনের ব্যবহারকে নিছক খাদ্য সংরক্ষণের সমস্যা হিসেবে না দেখে জনস্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। তবে এ ধরনের গবেষণার আলোচনায় ফরমালিনের স্বাস্থ্যগত ক্ষতি ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পেলেও ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর নির্দিষ্ট বিধানসমূহের সঙ্গে ইসলামি শরিয়াহর নীতির তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রতিফলিত হয়েছে কি না, তা অনুসন্ধানের দাবি রাখে।

আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রণীত হয়েছে। তবে এসব আইনের বাস্তব প্রয়োগে দুর্নীতি, তদারকির অভাব এবং জনসচেতনতার ঘাটতি একটি বড় সমস্যা।একইসাথে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩; ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯; এবং ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর বিধান নিয়ে আইনি বিশ্লেষণধর্মী কিছু গবেষণা পাওয়া যায়। Dr. Syed Sarfaraj Hamid তার গবেষণায় কিভাবে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা ফরমালিনের ক্ষতিকর প্রয়োগ রোধ করা সম্ভব, তার প্রদ্ধতি এবং কিভাবে মোবাইল কোর্ট এবং বিএসটিআই এ লক্ষ্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তার প্রয়োগ দেখিয়েছেন।[4] এ ধরনের আইনগত গবেষণার তাৎপর্য হলো, এগুলো ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব, আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা এবং বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। তবে আইন প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক দিক বিশ্লেষণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইনের উদ্দেশ্য, দায়বদ্ধতা, জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং ক্ষতি প্রতিরোধের নীতিগুলো ইসলামি আইন ও নৈতিকতার আলোকে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সে বিষয়ে পৃথক তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

on formaldehyde, 2-butoxyethanol, and 1-tert-butoxy-2-propanol", *Environ Health Perspect*, 2005 Sept, vol. 113(9):1205-8

[2] Sharmin Aktar, "Food Adulteration and Awarness of Consumer Right Protection: An Empirical Study in Sutrapur and Dhupkhola Area of Dhaka City", *Jagannath University Journal of Arts*, vol- 9, No. 2, July–December 2019, pp. 193-212

[3] Majedul Hoque, Arafath Jubayer & Iftear Kazim Rafi, "Food Adulteration in Bangladesh Becoming Most Common Health And Social Threat", *Italian Journal of Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine*, Vol, 8, No. 4, pp. 8-21

[4] Dr. Syed Sarfaraj Hamid, "Food Adulteration in Bangladesh: A Step towards Development of Protection", *EBAUB Journal of Law*, Vol: I, December 2019, pp.18-32

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধ বিষয়ে Amirul Islam (2024)-এর গবেষণা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কুরআন, সুন্নাহ এবং ইসলামি ব্যবসায় নীতির আলোকে দেখিয়েছেন যে খাদ্যে ভেজাল ও ফরমালিন প্রয়োগ প্রতারণা (غش), অন্যায় মুনাফা এবং মানবকল্যাণ বিরোধী কাজ হিসেবে বিবেচিত। গবেষণায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস– مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا "যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"[৫]–কে খাদ্য ব্যবসায় সততা প্রতিষ্ঠার মৌলিক নীতি হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একই সঙ্গে গবেষক বাজার তদারকিতে ইসলামের হিসবাহ[৬] ব্যবস্থার গুরুত্বও তুলে ধরেছেন।[৭] তবে খাদ্যে ভেজালের সাধারণ নৈতিক ও ধর্মীয় বিধান এবং ফরমালিন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় আইনের বিধানগত বিশ্লেষণ এক বিষয় নয়। ফলে উক্ত গবেষণায় ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর পৃথক ধারাগুলোর সঙ্গে ইসলামি বিধান ও নীতির সামঞ্জস্য যাচাই অনুপস্থিত, যা বর্তমান গবেষণার জন্য একটি অনুসন্ধানযোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে খাদ্যদ্রব্যে ফরমানিলের ক্ষতিকর ব্যবহার ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও ভোক্তা অধিকার রক্ষায় الغش (প্রতারণা), غرر (অস্পষ্টতা/অনিশ্চয়তা) এবং হাদিস শরীফে এসেছে রাসূল ﷺ বলেছেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ (নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না, এবং অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করো না।) নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এ

[5] Imam Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 1999. assahīh. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabi, Hadith No: 102.

[৬] সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিমিত্ত শরী'আহ আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে শরী'আহভিত্তিক জীবন-যাপনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আল-হিসবাহ বলে। (Md. Zafar Ali, The Instructions of the Prophet (PBUH) to Prevent Adulteration in the Manufactured Food Products", Islami Ain O Bichar, Vol. 18, Issue: 69-70, 2022, p. 43) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মহানবী ﷺ 'আল-হিসবাহ' ব্যবস্থাপনার আওতায় বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন। (ওসধস গঁংষরস, ঙঢ়. পরঃ., ঐধফরঃয হড়: ১০২) উমর রা. হিসবাহ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আল-হারিছ ইবনুল আস ও সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। [Khālid khalīl Aẓ Ẓāhir & Ḥasan Muṣṭafā Tabarrā', Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtisādiyah lil Mujtama` Al `Arabī Al Islāmī (Amman: Dārul Masīrah, 1997), p. 120] আলী রা.-ও হিসবাহ ব্যবস্থা প্রয়োগ করে অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। [Md. Zafar Ali, Op.cit. p. 44] ইসলামি খিলাফতের সকল খলীফা এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি শাসনামলে নিয়মিত বাজার তদারকি করা হতো। (Md. Zafar Ali, Op.cit. p. 47)

[7] Amirul Islam, "Islamic Guidelines for Preventing Food Adulteration : The Food Vendor's Practice Context". 2024. *Islami Ain O Bichar*, vol. 19 (76), pp. 33-60. https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.238.

বিষয়টি Dr. Muhammad Rezaul Hossain ও Mohammad Anisur Rahman তাঁদের প্রবন্ধে স্পষ্ট করেছেন।[৮]

ইসলাম মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে "মাকাসিদুশ শরিয়াহ"-এর অন্তর্ভুক্ত করেছে; ফলে খাদ্যে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার শরিয়াহর মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। এ বিষয়ে প্রাচীন ইসলামি চিন্তাবিদদের হিসবাহ তত্ত্বে বাজার নিয়ন্ত্রণ, ওজন-পরিমাপে সততা এবং খাদ্যের বিশুদ্ধতা রক্ষায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিষয় গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে।[৯] এ গবেষণা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের নৈতিক ও শরিয়াহভিত্তিক ভিত্তি নির্মাণে সহায়ক। তবে ইসলামি নীতির সাধারণ ব্যাখ্যা থেকে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট আইনগত বিধানের সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ধারণের জন্য পৃথক বিধানভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যা বর্তমান গবেষণার যৌক্তিকতা নিরূপণ করে।

বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের "ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫"-এর বিধানসমূহ এবং ইসলামের খাদ্য নিরাপত্তা, ব্যবসায়িক নৈতিকতা ও হিসবাহ নীতির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণভিত্তিক গবেষণা অত্যন্ত সীমিত। অধিকাংশ গবেষণা হয় কেবল আইনগত, নয়তো কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে সীমাবদ্ধ রয়েছে। ফলে আইনগত কাঠামো ও ইসলামি নির্দেশনার সমন্বিত মূল্যায়নের একটি গবেষণা ঘাটতি (research gap) বিদ্যমান। বর্তমান গবেষণাটি সেই ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে "ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫"-এর বিধানসমূহকে ইসলামি শরিয়াহর আলোকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাটি গবেষণার মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতির অংশ হিসেবে এ গবেষণায় Document Analysis (বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি) প্রয়োগ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ কুরআন, হাদিস ও ফিকহের মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

[8] Dr. Muhammad Rezaul Hossain & Mohammad Anisur Rahman, "Existing Legal Frameworks for Food Safety Management in Bangladesh : A Critique from the Perspective of Islamic Legal Maxims" *Islami Ain O Bichar,* vol. 22 (85), 2026, pp. 89-114. https://doi.org/10.58666/iab.v22i85.352.

[9] Mortas, M., Awad, N. & Ayvaz, H. Adulteration detection technologies used for halal/kosher food products: an overview. *Discov Food* **2**, 15 (2022). https://doi.org/10.1007/s44187-022-00015-7; Muhammad Ridho, Ayu Anggraini, & Yoli Oktaviani. (2021). Halal And Haram Food In Islam: Science Perspective . *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *7*(2), pp. 124–142. https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.269

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ : প্রাথমিক তথ্য

ফরমালিনের অপব্যবহার রোধে বাংলাদেশ সরকার ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ ইং তারিখেফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৫ নং আইন) প্রণয়ন করেছে। এ আইনের শুরুতে এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে। ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে এর অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফরমালিন এর অপব্যবহার রোধ করাই এ আইনের প্রধান লক্ষ্য। এ আইনে মোট ৬টি অধ্যায়ে ৩৯টি ধারা রয়েছে।[১০]

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫-এর ধারাসমূহ ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা

ফরমালি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫-এর ইসলামি নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো-

১. লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে বৈধ পন্থায় ফরমালিন ব্যবহার এবং তদারকিতে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠন

ফরমালিন চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যখাতে এটি প্রধানত মৃতদেহ সংরক্ষণ (embalming) এবং হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল পরীক্ষার জন্য টিস্যু সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।[১১] এছাড়া গবেষণাগার ও জীববৈজ্ঞানিক নমুনা সংরক্ষণে এটি একটি প্রচলিত প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শিল্পক্ষেত্রে ফরমালডিহাইড ইউরিয়া-ফরমালডিহাইড ও ফেনল-ফরমালডিহাইড রেজিন উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, যা ফার্নিচার, প্লাইউড ও কোটিং শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষি ও মৎস্যখাতে এটি সীমিত মাত্রায় জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অধিকাংশ দেশে খাদ্যে সরাসরি ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, কারণ এটি মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও কার্সিনোজেনিক পদার্থ হিসেবে স্বীকৃত।[১২] ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এর ধারা-৪ অনুসারে কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতীত ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার করতে বা দখলে রাখতে পারবে না।[১৩] এছাড়াও এ আইনের ধারা-৯ এ বলা হয়েছে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রত্যেক জেলায় ও উপজেলায় ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি নামে একটি করে কমিটি থাকবে। জেলা ও উপজেলা ফরমালিন

[১০] Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, *Formalin Control Act 2015*, Act No. 5 of 2015, (Dhaka: Government of the Republic of Bangladesh, 18 February, 2015)

[11] WHO, *WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants* (Formaldehyde section) (World Health Organization, 2010), pp. 103-104, 133-140

[12] Agency for Toxic Substances and Disease Registry, *Toxicological Profile for Formaldehyde* (USA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, 1999), pp. 1-2

[13] Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, *Formalin Control Act 2015*, Op. cit., Clause no: 4

নিয়ন্ত্রণ কমিটির গঠন, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সভা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে।[১৪]

ইসলামি নির্দেশনা: ফরমালিন মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর, তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঔষধ, কীটনাশক বা বৈধ কাজে এর ব্যবহার করা যেতে পারে।[১৫] এছাড়া ইসলাম যেকোনো খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকর দ্রব্য মিশ্রণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম এমন সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

"কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির কারণও হওয়া যাবে না।"[১৬]

২. তদন্তের ক্ষমতা, পরোয়ানা জারি এবং তল্লাশী করার ক্ষমতা

ফরমালিনের বৈধ ব্যবহারের সুযোগের অপব্যবহার করে অসাধু ব্যবসায়ীরা খাদ্যে অবৈধভাবে এটি প্রয়োগ করে থাকে। তাই এর অবৈধ ব্যবহার প্রতিরোধে যথাযথ তদন্ত, তদারকি, তল্লাশী এবং পরোয়ানা জারির প্রয়োজন রয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর ১০ নং ধারায় জেলা প্রশাসক বা তার অধস্তন কোন কর্মকর্তা বা কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন অপরাধ তদন্তের জন্য ক্ষমতা প্রদান করেছে।[১৭] একইসাথে এ আইনের ধারা-১১ অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে এ অপরাধে দোষী বিবেচিত হলে উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য বা উক্ত স্থানে যে কোন সময় তল্লাশীর জন্য পরোয়ানা জারী করতে পারবে।[১৮] এ আইনের ধারা-১২ অনুসারে সরকারের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা পুলিশ পরিদর্শক বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তার যদি এরূপ বিশ্বাস করার কারণ থাকে যে, কোন স্থানে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে বা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে উক্ত স্থানে প্রবেশ করে তল্লাশী করতে পারবে এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হলে বাধা অপসারণের জন্য দরজা-জানালা ভাঙ্গাসহ যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।[১৯]

ইসলামি নির্দেশনা : ইসলামের ইতিহাসে বাজারের সকল অসৎ প্রবণতা রোধকল্পে 'আল-হিসবা'[২০] ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত রয়েছে। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে

[14] ibid., Clause no: 9

[15] Agency for Toxic Substances and Disease Registry, Op. Cit., pp. 1-2

[16] Ibn Mājah, Abū Abdullah Muhammad bin Yeajid. 1998. As-Sunan. Cairo: Dar Yahya Kutub al-Arabiyyah, Hadith no : 2341

[17] Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, *Formalin Control Act 2015*, Op. cit., Clause no: 10

[18] ibid., Clause no: 11

[19] ibid., Clause no: 12

[20] সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের নিমিত্ত শরী'আহ আইন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিহত করে শরী'আহভিত্তিক জীবন-যাপনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক পদক্ষেপকে আল-হিসবাহ বলে।

সাথে মহানবী ﷺ বাজার পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো নিজেই বাজার পর্যবেক্ষণ করতেন।[২১] তবে এ কাজে তিনি সাঈদ ইবনে আল আস ইবনে আবি উমাইয়্যা (রা.)-কে নিযুক্ত করেছিলেন।[২২] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে খুলাফায়ে রাশেদিন এ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলীফা উমর (রা.) নিজেই বাজারে ঘুরে বেড়াতেন এবং এ ধরনের অসাধু ব্যবসায়িক তৎপরতা রোধে ভূমিকা রাখতেন। উমর (রা.) চাবুক হাতে নিয়ে বাজারে প্রবেশ করতেন, ব্যবসায়ীদেরকে সব ধরনের প্রতারণা বর্জনের নির্দেশ দিতেন, সতর্ক করতেন এবং প্রতারণাকারী ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিকারীর বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করতেন, কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাদেরকে গাধায় চড়িয়ে শহর ঘুরিয়ে আনতেন এবং তাকে সাবধান করে দিতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইব্ন ওতবাহকে বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগ করেছিলেন।[২৩] সুতরাং ইসলামি দৃষ্টিকোণে বাজার ব্যবস্থা তদারকির জন্য রাষ্ট্র বাজার-প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করবে এবং বাজার ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য কর্মচারী নিয়োগ করবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, সায়েব ইবনু ইয়াযিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ عَامِلاً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ، فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.

"আমি হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা ইবনু মাসূদের সাথে মদীনার বাজার কর্মচারী ছিলাম এবং আমরা নবতীদের কাছ থেকে আমদানি কর এক দশমাংশ আদায় করতাম।"[২৪]

উমর রা. হিসবাহ ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য আল-হারিছ ইবনুল আস ও সুলায়মান ইবন ইয়াসারকে দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[২৫] উপরিউক্ত হাদিসসমূহের আলোকে বলা যায় যে, ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে তল্লাশী, তদারকি, গ্রেফতারি পরোয়ানা ইত্যাদি ইসলামি শরিয়ার সাথে সম্পর্কিত। যে কারো যেকোনো ধরনের অনিষ্ট সাধন করা ইসলামে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইবন তাইমিয়্যা খাদ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যে প্রতারণা প্রতিরোধকে হিসবাহ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন,

(Ali, Md. Zafar. 2022. 'Uṭpādita khādapane bhejal pratirodhe rasulullah (Sm.)-er nirdesana'', *Islami ain O bichar*, vol-18, Issue: 69&70. p. 43)

21 Imam Muslim, ibid, Hadith No: 102

22 Śāha'ōẏī, Ata. ND. Al Hisbah Fil Islam. Kuwait: Matbaah Dar al-Uruba, p. 17

23 ibid, p. 104

24 Mālēk, bin ānās bin āmēr. 1425. muẏāttā. ābu dābawi: mu'āsasāsātu jāẏēd bin sulatān, Hadith No: 977

25 Aẓ Ẓāhir, Khālid khalīl &Tabarrā', Ḥasan Muṣṭafā. Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtisādiyah lil Mujtama` Al `Arabī Al Islāmī. `Amman: Dārul Masīrah, 1997, p. 120

وَيَدْخُلُ فِي الصِّنَاعَاتِ مِثْلَ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الْمَطْعُومَاتِ مِنْ الْخُبْزِ وَالطَّبْخِ وَالْعَدَسِ وَالشِّوَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَوْ يَصْنَعُونَ الْمَلْبُوسَاتِ كَالنَّسَّاجِينَ وَالْخَيَّاطِينَ وَنَحْوِهِمْ أَوْ يَصْنَعُونَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الصِّنَاعَاتِ فَيَجِبُ نَهْيُهُمْ عَنْ الْغِشِّ وَالْخِيَانَةِ وَالْكِتْمَانِ.

"শিল্প ও পেশাগত কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলো–যারা খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করে, যেমন রুটি তৈরি, রান্না করা, মসুর ডাল প্রস্তুত করা, খাবার ঝলসে বা ভেজে তৈরি করা এবং এ ধরনের অন্যান্য কাজ; কিংবা যারা পরিধেয় বস্ত্র তৈরি করে, যেমন তাঁতি, দর্জি ও তাদের অনুরূপ পেশাজীবী; অথবা যারা অন্যান্য ধরনের শিল্প ও পেশাগত কাজ করে। এসব পেশাজীবীকে প্রতারণা, খেয়ানত ও প্রকৃত অবস্থা গোপন করা থেকে বিরত রাখা আবশ্যক।"[২৬]

এই বক্তব্যের ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের খাদ্যবাজার তদারকি, খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষাগারে গুণমান যাচাই, দোকান ও গুদাম পরিদর্শন এবং অনিরাপদ বা ভেজাল পণ্য জব্দ করাকে হিসবাহর উদ্দেশ্যের সমকালীন প্রশাসনিক প্রয়োগ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়। একইভাবে, জনস্বার্থে বাজার তদারকির ক্ষমতা ব্যক্তিগত গোপনীয়তা নির্বিচারে লঙ্ঘনের অনুমতি দেয় না; রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বৈধ কর্তৃত্ব, প্রয়োজনীয়তা, আনুপাতিকতা এবং ন্যায়সংগত পদ্ধতির সীমার মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। এ সম্পর্কে ইবনু আবিদীন বলেন,

ولا يخفى أن الفاعل إذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح يعلم من حاله الانزجار من أول الأمر؛ لأن ما وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة، ولذا لم يعزر في أول مرة ما لم يعد، بل يوعظ ليتذكر إن كان ساهيا وليتعلم إن كان جاهلا بدون جر إلى باب القاضي،

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কোনো অপরাধকারী যদি দীনদারি ও সৎচরিত্রের দিক থেকে মর্যাদাবান ব্যক্তি হন,তাহলে তার অবস্থা দেখেই শুরু থেকেই বোঝা যায় যে তিনি ওই কাজ থেকে বিরত হবেন। কারণ এ ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে যে ভুল সংঘটিত হয়,তা সাধারণত অসতর্কতা ও অনবধানতাবশতই হয়ে থাকে। এ কারণেই তিনি প্রথমবার অপরাধ করলে, পুনরাবৃত্তি না করা পর্যন্ত তাকে তাযীর দেওয়া হয় না;বরং তাকে উপদেশ দেওয়া হয়, যাতে ভুলে করে থাকলে প্রতিকার করতে পারেন এবং অজ্ঞতাবশত করে থাকলে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। আর এ জন্য তাকে কাজী বা বিচারকের আদালতে টেনে নেওয়ারও প্রয়োজন হয় না।[২৭]

সুতরাং গ্রেফতার বা তল্লাশী নিরপেক্ষ ও সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কারো বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ারা জারি করতে হবে, যেনো কারো উপর অবিচার করা না হয়। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

26 Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ʿAbd al-Ḥalīm al-Ḥarrānī. *Majmūʿ al-Fatāwā* (Madinah: Mujammaʿ al-Malik Fahd li-Ṭibāʿat al-Muṣḥaf al-Sharīf, 1995), vol. 28, p. 72

27 Muhammad amin ibone abedin, *raddul muhtar* (Bourut : darul kutubil ilmiyah, 1412 H), vol. 4, p. 75

تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة لا في الحد

"মর্যাদাবান ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকো, তবে হদ্দের ক্ষেত্রে নয়।"[২৮]

৩. গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল অনতিবিলম্বে থানায় প্রেরণ এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা

গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি ও আটককৃত মালামাল অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট থানায় প্রেরণ এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দ্রুত বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেকোনো অপরাধ নিয়ন্ত্রণে একটি কার্যকর প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফরমালিনের অবৈধ প্রয়োগের অভিযোগের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এর ধারা-১৮-এর উপধারা-১ অনুসারে, কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন গ্রেফতার করা হলে বা কোন বস্তু আটক করা হলে উক্ত ব্যক্তি বা আটককৃত বস্তুকে অনতিবিলম্বে নিকটস্থ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে। উপ-ধারা-১ এর অধীন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে যে কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা হবে তিনি, যতশীঘ্র সম্ভব, উক্ত ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[২৯] একইসাথে এ আইনের ৩৪ নং ধারায় স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল-এর মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করা[৩০] এবং ৩৫ নং ধারায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশনা রয়েছে।[৩১]

ইসলামি নির্দেশনা: অপরাধ সংঘটের পর যথাশীঘ্র অভিযোগ আরোপ এবং দ্রুত বিচার কার্য সম্পন্ন করার মাধ্যমে অত্যাচারের শিকার ব্যক্তির ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রতীক্ষার অবসান ঘটে এবং অত্যাচারীর ত্বরিত শাস্তি হয় এবং অত্যাচারও বন্ধ হয়। কিন্তু ত্বরিতগতি অবলম্বন অর্থ শুনানি, সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন, সাক্ষ্যগ্রহণ ইত্যাদি সীমিত করা বা এড়িয়ে যাওয়া নয়; বরং যথাযথ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা এবং অযাচিত কালক্ষেপণ না করা। শরিয়াহ আইনের দৃষ্টিতে বিচার দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করাই স্বাভাবিক অবস্থা বা সাধারণ নীতি। ইয্যুদ্দীন ইব্ন আব্দুস সালাম বলেন,

فَائِدَةٌ: الْغَرَضُ مِنْ نَصْبِ الْقُضَاةِ إِنْصَافُ الْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَتَوْفِيرُ الْحُقُوقِ عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ، وَالنَّظَرُ لِمَنْ يَتَعَذَّرُ نَظَرُهُ لِنَفْسِهِ كَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ وَالْمُبَذِّرِينَ وَالْغَائِبِينَ، فَلِذَلِكَ كَانَ سُلُوكُ أَقْرَبِ الطُّرُقِ فِي الْقَضَاءِ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيصَالِ الْحُقُوقِ إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ وَدَرْءِ الْمَفْسَدَةِ عَنِ الظَّالِمِينَ وَالْمُبْطِلِينَ.

"বিচারক নিয়োগের উদ্দেশ্য হলো জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমকে ন্যায়বিচার প্রদান করা, প্রকৃত অধিকারীদের অধিকার যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং

28 Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabarānī, *al-Muʿjam al-Ṣaghīr* (Beirut and Amman: al-Maktab al-Islāmī, 1985), vol. 2, p. 118, Hadith No: 883

29 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Formalin Control Act 2015, Op. cit., Clause no: 18

30 ibid, Clause no: 34

31 ibid, Clause no: 35

যারা নিজেরা নিজেদের বিষয় দেখাশোনা করতে অক্ষম–যেমন শিশু, মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি, অপব্যয়কারী ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করা। এ কারণেই বিচারকার্যে সবচেয়ে নিকটবর্তী ও দ্রুততম পন্থা অবলম্বন করা অবিলম্বে কর্তব্য। কেননা, এর মাধ্যমে প্রকৃত অধিকারীদের কাছে তাদের অধিকার পৌঁছে দেওয়া যায় এবং জালিম ও অন্যায় দাবিদারদের কারণে সৃষ্ট ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়।"[৩২]

৪. ফরমালিন সম্পর্কিত অবৈধ সামগ্রী বাজেয়াপ্তকরণ

ফরমালিনের বৈধ ব্যবহারের সীমা অতিক্রম করে অবৈধ ব্যবহার করলে, এ ধরনের অবৈধ ব্যবহার থেকে অপরাধীকে নিবৃত্ত করতে এর সাথে সম্পর্কিত সম্পদ (পাত্র, গাড়ি বা উপকরণ) বাজেয়াপ্ত করা প্রয়োজন। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এর ধারা-১৯ এর উপধারা-১ অনুযায়ী এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হলে, যে ফরমালিন, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক, যানবাহন, বা অন্য কোন বস্তু সমন্বয়ে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়েছে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হবে। উপ-ধারা-১ এ উল্লিখিত বাজেয়াপ্তযোগ্য ফরমালিন, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, আধার, পাত্র, মোড়ক, যানবাহন, বা অন্য কোন বস্তু আটক করা হলে, যদিতার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন অপরাধীকে পাওয়া না যায়, তাহা হলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।[৩৩]

ইসলামি নির্দেশনা: ইসলামি দৃষ্টিকোণে ফরমালিনসহ যেকোনো ক্ষতিকর দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা ও ভেজাল পণ্য নষ্ট করে দেয়া জায়িয। যেমন দুধে পানি মিশ্রিত করে ভেজাল দিলে তা মাটিতে ফেলা জায়িয হবে। তদ্রূপ খারাপ সূতা দিয়ে কাপড় বুনলে তা ছিঁড়ে ফেলে ও আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া বৈধ।[৩৪] একইসাথে বিচারক তাযীরী[৩৫]

32 ʿIzz al-Dīn ibn ʿAbd al-Salām, *Qawāʿid al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* (Cairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyya, 1991), vol. 2, p. 35.

33 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Formalin Control Act 2015, Op. cit., Clause no: 19

34 Editorial Boad, *Al-maoshuʿatul fiqahiyya* (kuet : wazaratul awokaf oya al-sujun al islamiyah, 1995), vol.12, p. 272

৩৫ তাযীর শব্দের অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। তাযীর (تعزير) হলো এমন বিচারিক শাস্তি যা কুরআন-সুন্নাহয় সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত নয়, বরং রাষ্ট্র বা বিচারক জনকল্যাণের (মাসলাহা) ভিত্তিতে নির্ধারণ করেন। শরিয়তের পরিভাষায় তাযীর হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরিয়ত নির্দিষ্ট কোন শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে। [Kamal uddin ibnul humam, fathul kodir sherhool hidaya (Bourut : darul fikar, N.D), vol. 4, p. 412] ইবনু তাইমিয়্যাহ মাজমু' আল-ফাতাওয়া-তে তাযীরের পরিধি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, التَّعْزِيرالَّذِييَجُوزُفِعْلُهُبِحَسَبِالْحَاجَةِ "তাযীর নির্ধারিত হবে ইমাম যেরূপ মাসলাহা উপযুক্ত মনে

শাস্তি হিসেবে অপরাধীর কাজ-কারবার ও লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন।[৩৬]

৫. মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করার দণ্ড

ফরমালিনের বৈধ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, অপরাধীরা এর অবৈধ ব্যবহারও করে থাকে। ফলে শুধু সন্দেহ বা ফরমালিনের উপস্থিতিকেই ফরমালিন আইনের লঙ্ঘন বলে মামলা দায়ের করা যাবে না; বরং যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হতে হবে, যাতে নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার না হয়। একই সাথে শত্রুতাবশত মিথ্যা মামলার প্রতিকার করাও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। ফরমালিন আইন, ২০১৫ এর ধারা-২৬ অনুসারে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের অপরাধে মামলা দায়েরকারীকে অনধিক ১ (এক) বছর কারাদণ্ড, তবে ৩ (তিন) মাসের নিম্নে নহে, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।[৩৭]

ইসলামি নির্দেশনা: ইসলাম মিথ্যা মামলার শাস্তির বিধান বিবাদির অবস্থা, মামলার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনায় নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ করেছে। ১. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি কুখ্যাত অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে যেসব অপরাধ সচরাচর প্রমাণ করা কষ্টসাধ্য (যেমন চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ছিনতাই, অপহরণ প্রভৃতি) সেসবের জন্য তাকে নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রহার করাও যেতে পারে,[৩৮] বন্দী করেও রাখা যেতে পারে।[৩৯] ২. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে জনসমাজে সুখ্যাত হয়, তা হলে তাকে কোনভাবে নিছক অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন রূপ শাস্তি দেয়া যাবে না; বরং অভিযোগকারী যদি অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পারে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে। যাতে কোন অসৎ ব্যক্তি পবিত্র চরিত্রের লোকদের মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে না পারে।[৪০] ৩. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি অসৎ জানা না যায়, তা হলে তাকে বন্দী করে রাখা যাবে, যতক্ষণ না তার অবস্থা স্পষ্ট হবে।[৪১] ৪. যদি অভিযোগ আরোপিত ব্যক্তি সৎ কি না জানা নাই, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাঁড় করানোর জন্য দুজন সাধারণ লোক কিংবা একজন ন্যায়বান লোকের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। তবে কুখ্যাত অপরাধী ও সন্ত্রাসীর ক্ষেত্রে বিচারক কিংবা শাসকের অবগতিই

করবেন সে অনুযায়ী।" [Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Aḥmad b. ʿAbd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā Al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1987, vol. 3, p. 259]

36 Dr. ahmad ali, *Islamer shasti ain* (dhaka : bangladesh islamic senter, 2015), p. 321

37 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Formalin Control Act 2015, Op. cit., Clause no: 26

38 Editorial Boad, *Al-maoshu'atul fiqahiyya*, Op. Cit., vol. 16, p. 92

39 Kamal uddin ibnul humam, Op. Cit., vol. 5, p. 352

40 Dr. ahmad ali, Op. Cit., p. 327-328

41 ibid, p. 328

যথেষ্ট।[৪২] ৫. যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে হয়রানি কিংবা অপমানিত করার জন্য কোন মামলা দায়ের করে এবং বিচারকের কাছে যদি প্রমাণিত হয় যে, বাদি অসৎ উদ্দেশ্যে মামলা দায়ের করেছে, তাহলে বিচারক তাকে নীতি শিক্ষাদানমূলক যে কোন শাস্তি দান করবেন। আর এ ধরনের শাস্তিসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ের শাস্তি হল কারাদণ্ড। এ ধরনের শাস্তির কারণ হল, যাতে সমাজে অসৎ ও মতলববাজ লোকদের এ ধরনের মামলা দায়েরের প্রবণতা বেড়ে না যায়।[৪৩]

৬. অপরাধ পুনঃসংঘটনের দণ্ড

অপরাধী যদি একই অপরাধ বারবার করে, সেটি তার অভ্যাসগত কার্যে পরিণত হয়, যা সমাজের জন্য হুমকি এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিপন্থি। এক্ষেত্রে তার জন্য স্বাভাবিক অপরাধের শাস্তির তুলনায় অধিক শাস্তি দিয়ে হলেও তাকে অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫ এর ধারা ২৮ অনুসারে একই অপরাধ পুনঃসংঘটনের জন্য প্রথম অপরাধের দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে।

ইসলামি নির্দেশনা : ইসলামও বিভিন্ন অপরাধের শাস্তির বিধান বর্ণনায় একই অপরাধের পুনরাবৃত্তির জন্য অধিক শাস্তি দেওয়ার নজির রয়েছে। মদ্যপানের শাস্তির ক্ষেত্রে পুনঃপুন মদ্যপান করলে বেত্রাঘাত না করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধান রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ
>
> "যে ব্যক্তি মদ্যপান করবে তাকে বেত্রাঘাত কর, যদি পুনরায় মদ্যপান করে পুণরায় বেত্রাঘাত করবে, যদি তৃতীয় অথবা চতুর্থবার মদ্যপান করে, তবে তাকে হত্যা করবে।"[৪৪]

একইসাথে চুরি শাস্তির ক্ষেত্রে একই অপরাধ পুনঃপুন করার ক্ষেত্রে শাস্তির বিধান রয়েছে। সকল আলিমের ঐকমত্যে, কোন চোর যদি প্রথমবার চুরি করে তবে তার ডান হাত কর্তন করতে হবে। দ্বিতীয়বার চুরি করলে তার বাম পা কর্তন করতে হবে। কিন্তু মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করলে তার বিধান-এর ব্যাপারে। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলিমদের মতে, ডান হাত ও বাম পা কর্তনের পর মূলত তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করলে শুধুমাত্র জরিমানা আদায় করতে হবে। হাত বা পা কর্তন করা যাবে না। তবে তাযীর হিসেবে জেল বা অন্য কোন শাস্তি দেয়া যাবে। প্রয়োজনে তওবা না করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে।[৪৫]

42 Editorial Boad, *Al-maoshu'atul fiqahiyya*, Op. Cit., vol. 14, p. 95

43 Ibrahim ibonu farohoon, tabchiratul hukkam (Bouruto : darul kutubul ilmiyya, N.D.), vol. 2, p.300

44 Abū Dauad, Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani. 1420H. As-Sunan. Beirut : Maktaba Asriyah. Hadith No: 4485

45 Imam Alauddin Abu Bakr ibn Masud al-Kasani, badayie alsanayie fi tartib alsharayie (Bourut: 1989), vol. 7, p. 96

৭. অপরাধীর মৃত্যু হলে তার সম্পদ থেকে অর্থ দণ্ড আদায়

অপরাধী অপরাধ করে মৃত্যুবরণ করলে, উত্তরাধিকারী হিসেবে তার স্ত্রী-সন্তান অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ ভোগ করার সুযোগ পায়; অথচ অপরাধী অন্যের অধিকার বিনষ্ট করেছে, তাই তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে অর্থদণ্ড আদায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহায়তা এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য অপরাধীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ এর ধারা-২৯ অনুসারে এ আইনের অধীন প্রদত্ত অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হতে বা তার বিদ্যমান সম্পদ বা তার মৃত্যু হলে মৃত্যুর সময় রেখে যাওয়া সম্পদ হতে আদায় করা যাবে।[৪৬]

ইসলামি নির্দেশনা: কোনো অপরাধীর মৃত্যু হলেও তার উপর আরোপিত দণ্ড হিসেবে তার পরিবারের সদস্যরা অর্থদণ্ড প্রদান করার রীতি আরবের প্রাচীন গোত্রীয় প্রথা আক্বিলাহ'র অনুশীলন।[৪৭] ইসলামও এ রীতি উরুফ হিসেবে গ্রহণ করেছে, প্রাচীন আরবিয় এ প্রথাটিই রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমোদন করেছিলেন। মহানবী ﷺ যে আকীলা প্রথা অনুমোদন করেছিলেন তা হাদীস থেকে জানা যায়, আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন,

> اقْتَتَلَتِ امْرَاَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ اِحْدَاهُمَا الاُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى اَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ اَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى اَنَّ دِيَةَ الْمَرْاَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا
>
> "হুযাইল গোত্রের দুই মহিলা পরস্পরের সাথে ঝগড়া করার সময় তাদের একজন আরেকজনকে লক্ষ করে একটি পাথর নিক্ষেপ করে। এতে আক্রান্ত মহিলা এবং তার গর্ভস্থ শিশু নিহত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ঘটনার বিচার চাওয়া হলে তিনি বলেন, গর্ভস্থ শিশুর দিয়াত হবে শক্তি সামর্থ্য ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী এবং ঘাতকের পক্ষ থেকে তার পৈত্রিক আত্মীয়-স্বজনরা এ মূল্য পরিশোধ করবে এবং নিহতের পুত্র ও তার অন্যান্য উত্তরাধিকারিগণ এটা পাবেন।"[৪৮]

---

46 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Formalin Control Act 2015, Op. cit., Clause no: 29

৪৭ কেউ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমান হত্যা করলে ইসলামি আইন অনুযায়ী তাহার যে-সকল পুরুষ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ হতে রক্তের মূল্য (আকল) দিতে হয় তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে আক্বিলাহ বলা হয়। [Editorial Board, *sankhipto islami bisshokosh, (dhaka : islamic foundation bangladesh,* 2007), vol. 1, p. 7]

৪৮ Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il. 1422 H. Al-Jāmi' Al-Sahīh. Beirut: Dar At toukon Najat, Hadith No: 6910

৮. ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহার সম্পর্কিত বিভিন্ন অপরাধে দণ্ড

ফরমালিনের অবৈধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবস্থানভেদে অপরাধে মাত্রা ভিন্নতর হয়, তাই এর শাস্তির ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে। এ আইনের অধীনে বিভিন্ন অপরাধের দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে-

দণ্ড প্রদানের কারণ	দণ্ড	ধারা
লাইসেন্স ব্যতীত ফরমালিনের আমদানি, উৎপাদন বা মজুদ	যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অতিরিক্ত অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকার নিম্নে নয়।	ধারা-২০[৪৯]
লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করা	অনধিক ৭ (সাত) বছর কারাদণ্ড, তবে ৩ (তিন) বৎসরের নিম্নে নহে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ২ (দুই) লক্ষ টাকার নিম্নে নহে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।	ধারা-২১[৫০]
লাইসেন্স ব্যতীত ফরমালিন বিক্রয় বা ব্যবহার	অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, বা অনধিক ৪ (চার) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ১ (এক) লক্ষ টাকার নিম্নে নহে, বা উভয়দণ্ড।	ধারা-২২[৫১]
লাইসেন্স ব্যতীত ফরমালিন পরিবহন বা দখলে রাখা	অনধিক ২(দুই) বছর কারাদণ্ড, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ১(এক) লক্ষ টাকার নিম্নে নহে, বা উভয়দণ্ড।	ধারা-২৩[৫২]
ফরমালিন উৎপাদনে ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি রাখার দণ্ড	অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, এবং ইহার অতিরিক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয়দণ্ড।	ধারা-২৪[৫৩]
অপরাধ সংঘটনে গৃহ বা যানবাহন, ইত্যাদি ব্যবহার	অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড, তবে ৬ (ছয়) মাসের নিম্নে নহে, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড, তবে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার নিম্নে নহে, বা উভয়দণ্ড।	ধারা-২৫[৫৪]
অপরাধ সংঘটনে সহায়তা	অপরাধ সংঘটনকারীর সমপরিমাণ দণ্ড	ধারা-২৭[৫৫]
কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন	এক্ষেত্রে কোম্পানীর নির্বাহী, প্রধান, পরিচালক, ম্যানেজার দোষী বলে বিবেচিত হবেন এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।	ধারা-৩০[৫৬]

---

49 Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Formalin Control Act 2015, Op. cit., Clause no: 20

50 ibid., Clause no: 21

51 ibid., Clause no: 22

52 ibid., Clause no: 23

53 ibid., Clause no: 24

54 ibid., Clause no: 25

55 ibid., Clause no: 27

56 ibid., Clause no: 30

ইসলামি নির্দেশনা

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫-এর অধীনের বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তি হিসেবেবিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। **প্রথমত,** কারাদণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে ইসলামি নির্দেশনা হলো, ফরমালিন ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট অপরাধের জন্য ইসলামে সরাসরি কোনো হুদুদ[৫৭] তথা নির্ধারিত শাস্তি নেই, তবে তাযীরী শাস্তির আওতায় কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কেননা ইসলাম ফরমালিনসহ যেকোনো মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে, ইসলামি বিধি-বিধান দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সংগঠনের শাস্তি হিসেবে তাযীরী শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ আইনতত্ত্ববিদ একমত পোষণ করেছেন।[৫৮] সুতরাং তাযীরী শাস্তির আওতায় কারাদণ্ডের শাস্তি দেয়া ছাড়াও বিচারক নির্বাসন, বয়কট, বেত্রাঘাতসহ যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, এ আইনে অর্থদণ্ড প্রদানেরও বিধান রয়েছে। ইসলামি আইনে অর্থদণ্ডের শাস্তি দেয়ার বিষয়ে ফুকাহায়ে কিরামের মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দ্বিতীয় মত হলো, তা'যীর হিসেবে কোন অপরাধের জন্য কাউকে আর্থিক দণ্ডে দণ্ডিত করা সঙ্গত নয়, কেননা এ বিষয়ে শরী'আহর নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রহ.) ও অধিকাংশ মালিকী মতাবলম্বী ইমামের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয, যদি তাতে কোন কল্যাণ নিহিত থাকে।[৫৯] ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহ.) ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) প্রমুখের মতে, অর্থ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা জায়িয। তাঁদের কথা হলো, অরক্ষিত সম্পদ কেউ যদি চুরি করে কিংবা এ ধরনের চুরি যাতে হদ্দ প্রয়োগ করা যায় না, তাতে দ্বিগুণ জরিমানার শাস্তি প্রদান করা যায়।[৬০] এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাছে ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

مَنْ اَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ

"অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি যদি তা মুখের কাছে পেয়ে যায়, কোন উপায়ে তা ছিঁড়ে নেয়নি, তা খেলে তাতে কোন অপরাধ হবে না। আর যে তা কোন জিনিসের সাহায্যে ছিঁড়ে নিয়ে খাবে, তাকে তার দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হবে এবং তাকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।"[৬১]

57 হুদুদ হলো কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি। আবূ বকর মুহাম্মদ আস সারাখসী বলেন, "হুদূদ হলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ।" [Shamsul aimma muhammad ibna ahmad ash sarakhasi, *usul al sarakhasi* (hydarabad, N.D.), vol. 9, p. 36]

58 Dr. ahmad ali, Op. Cit., p. 313

59 Muhammad amin ibone abedin, Op.cit., vol. 4, p. 61

60 Ibn Taymīyah, Op. cit., Vol. 4, p. 211-212

61 Abū Dauad, Op. Cit., Hadith No: 4390

তাছাড়া খুলাফা রাশিদূন যাকাত অনাদায়কারীদের থেকে তাদের সম্পদের একটি অংশও জরিমানা হিসেবে নিয়ে নিতেন।[৬২] এ থেকেও প্রমাণিত হয় যে, অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ নয়। সর্বোপরি সাধারণ অবস্থায় অর্থ জরিমানার শাস্তি না দেয়াই হল মূল বিধান। কারণ কারো সম্পদ তার সম্মতি কিংবা আইনসম্মত পথ ছাড়া অন্য কোনভাবে ভোগ করা কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বিচারক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাযীরী শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড আরোপ করতে পারে। তবে আরোপিত অর্থ অভিযোগকারীকে দেয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট শরয়ী নির্দেশনা পাওয়া যায় না।

তৃতীয়ত, এ আইনে ফরমালিন ব্যবহারের ফলে প্রাণহানির মতো ঘটনার ক্ষেত্রেও শাস্তি হিসেবে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ বিধানের সাথে ইসলামি বিধানের বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণে এ ধরনের হত্যাকে 'কারণবশত হত্যা' বলে। এটি এমন এক ধরনের হত্যা যাতে কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সতর্কতার অভাবজনিত কাজের ফলে অন্য ব্যক্তির প্রাণনাশ হয়। এ ধরনের হত্যায় অপরাধীর হত্যা করার ইচ্ছা থাকে না; বরং প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে হত্যাকাণ্ড সংঘঠিত হয়েছে। যেমন, ভেজাল পণ্য খেয়ে কারো মৃত্যু হওয়া। এই প্রকার হত্যায় ইসলামি শাস্তি হলো, এ প্রকারের হত্যায় মৃত্যুদণ্ড হবে না এবং কাফফারাও ওয়াজিব হবে না। তবে দিয়াত ওয়াজিব হবে।[৬৩] হত্যাকারীর পরিবার নিহতের পরিবারকে একশ উট পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

"জীবনহানিতে দিয়াত হলো ১০০ উট।"[৬৪]

তবে উপরিউক্ত শাস্তির বিধানে নিহতের পরিবার ইচ্ছা করলে হত্যাকারীর পরিবারকে (অর্থ জরিমানা নিয়ে অথবা অর্থ জরিমানা ছাড়া) ক্ষমা করে দিতে পারে।

চতুর্থত, বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রণের মূল কারণ বা লক্ষ্য হয়ে থাকে ক্রেতা সাধারণকে প্রতারিত করা, পচনশীল দ্রব্যকে দীর্ঘসময় পর্যন্ত তাজা হিসেবে উপস্থাপন; যা ক্রেতার সাথে প্রতারণার শামিল। ইসলামি পরিভাষায় যাকে 'গারার' (الغرر) বলা হয়। ফরমালিন মিশ্রণ স্পষ্টত প্রতারণার শামিল, ইসলামি দৃষ্টিকোণে যা নিষিদ্ধ। প্রতারণা-প্রবঞ্চনার আরবি প্রতিশব্দ আল-গাশশ الغش-এর মূল অর্থ কাউকে ধোঁকা দেয়া বা ঠকানো। ফরমালিন মিশ্রণের ফলে ক্রেতা পণ্যের প্রকৃত অবস্থান বুঝতে পারে না, ফলে সে প্রতারিত হয়। প্রতারণা করা হারাম। মহানবী ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

"যে প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।"[৬৫]

62 Ajjawzia, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed shamsuddin ibn qiyam. ND. alturuq hukmia. Miśar: Mākatābātu sunnā āla muhām'mādiyā, p. 227

63 Dr. ahmad ali, Op. Cit., p. 234

64 Muhammad ibonu hibban ahmad ibonu hibban ibonu maajo ibonu ma'bad, *As-sahih* (Bourut : muassaantur resalah, 1988), Hadith No: 6559

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ও ইসলামি আইনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

নিম্নে বর্তমান গবেষণার ফলাফল হিসেবে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ ও ইসলামি নির্দেশনার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সারণীতে উপস্থাপন করা হলো-

তুলনার বিষয়	ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫	ইসলামি নির্দেশনার সাথে সাদৃশ্য	ইসলামি নির্দেশনার সাথে বৈসাদৃশ্য
ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ	ধারা 8 অনুযায়ী লাইসেন্স ছাড়া ফরমালিন আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয়, ব্যবহার বা দখলে রাখা নিষিদ্ধ।	উভয় ব্যবস্থায় ক্ষতিকর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার গুরুত্ব রয়েছে।	আইনে লাইসেন্স ও প্রশাসনিক অনুমোদন মুখ্য; ইসলামি বিধানে ব্যবহারটির প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও সম্ভাব্য ক্ষতিও বিবেচ্য।
তদারকি ও বাজার নিয়ন্ত্রণ	ধারা ৯-এ জেলা ও উপজেলা ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে।	হিসবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে বাজার তদারকি, প্রতারণা প্রতিরোধ এবং জনস্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত হতে পারে।	-
তদন্ত, তল্লাশি ও পরোয়ানা	ধারা ১০-১২-এ তদন্ত, পরোয়ানা এবং নির্দিষ্ট শর্তে তল্লাশির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।	হিসবাহর নীতিতে বাজারের অনিয়ম অনুসন্ধান ও প্রতারণা প্রতিরোধ সমর্থিত।	আইনে তদন্ত ও তল্লাশির ক্ষমতা নির্দিষ্ট বিধাননির্ভর।
গ্রেফতার ও আটককৃত বস্তু হস্তান্তর	ধারা ১৮-এ গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বা আটককৃত বস্তু অনতিবিলম্বে থানায় প্রেরণ এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রয়েছে।	ন্যায়বিচার, যথাযথ বিচারপ্রক্রিয়া ও জনস্বার্থ রক্ষা ইসলামি বিচারনীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।	-
দ্রুত বিচার	ধারা ৩৪ ও ৩৫-এ যথাক্রমে স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিচারসংক্রান্ত বিধান রয়েছে।	উভয় ব্যবস্থায় অন্যায় প্রতিরোধ ও অধিকার সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ।	ইসলামি নীতিতে দ্রুততার পাশাপাশি প্রমাণ, শুনানি ও ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত অপরিহার্য।

[65] Imam Muslim, Op. Cit., Hadith No: 102

অপরাধে ব্যবহৃত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত	ধারা ১৯-এ অপরাধে ব্যবহৃত ফরমালিন, যন্ত্রপাতি, পাত্র, যানবাহন ও অন্যান্য বস্তু বাজেয়াপ্ত করার বিধান রয়েছে।	ক্ষতিকর ও প্রতারণামূলক কার্যক্রম বন্ধ করতে উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ক্ষতিকর বস্তু অপসারণ বা নষ্ট করার বিধান ইসলামি আইনশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।	-
মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা	ধারা ২৬-এ মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।	মিথ্যা অভিযোগ, অপবাদ ও অন্যায়ভাবে অন্যের সম্মানহানি ইসলামি নীতিতে নিষিদ্ধ; প্রমাণিত অন্যায়ের জন্য উপযুক্ত বিচারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	আইনে নির্দিষ্ট মেয়াদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড রয়েছে; ইসলামি আইনে অভিযোগের প্রকৃতি, প্রমাণ ও প্রযোজ্য বিধান অনুসারে প্রতিকার নির্ধারিত হয়।
পুনরাবৃত্ত অপরাধের শাস্তি	ধারা ২৮-এ একই অপরাধ পুনরায় সংঘটিত হলে প্রথম অপরাধের তুলনায় দ্বিগুণ দণ্ডের বিধান রয়েছে।	তা'যিরের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি, পুনরাবৃত্তি, ক্ষতি ও অপরাধীকে সংশোধনের প্রয়োজন বিবেচনায় শাস্তি নির্ধারণের সুযোগ রয়েছে।	আইনে পুনরাবৃত্তির জন্য নির্দিষ্ট দণ্ডবৃদ্ধি রয়েছে; ইসলামি তা'যিরে সব অপরাধের জন্য একই ধরনের স্বয়ংক্রিয় দণ্ডবৃদ্ধি প্রযোজ্য নয়।
অপরাধীর মৃত্যুর পর অর্থদণ্ড আদায়	ধারা ২৯-এ আইনানুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির বিদ্যমান বা মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে অর্থদণ্ড আদায়ের বিধান রয়েছে।	ইসলামি আইনে দিয়াত, ঋণ, সম্পত্তির দায় এবং আকিলাহর মতো পৃথক বিধান রয়েছে; তবে এগুলোকে সব ধরনের অপরাধের অর্থদণ্ডের সমতুল্য বলা যায় না।	আইনের অর্থদণ্ড ও ইসলামি আইনের দিয়াত বা আকিলাহর ভিত্তি এক নয়। মৃত ব্যক্তির দায় তার সম্পত্তি থেকে আদায়ের বিধানও অপরাধের ধরন ও দায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

কারাদণ্ড ও তা'যির	ধারা ২০-২৫ ও ২৭-এ বিভিন্ন অপরাধের জন্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।	ফরমালিনের অপব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট হদ্দ শাস্তি প্রতিষ্ঠিত নয়; তবে অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় তা'যিরের প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে।	আইনে নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডসীমা রয়েছে; তা'যিরের প্রকৃতি ও পরিধি ইসলামি আইনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং প্রযোজ্য বিধানের ওপর নির্ভরশীল।
অর্থদণ্ড	ধারা ২০-৩০-সহ বিভিন্ন ধারায় অপরাধভেদে অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে।	-	বাংলাদেশের আইনে অর্থদণ্ড বিধিবদ্ধ; ইসলামি আইনে এর বৈধতা সম্পর্কে মতভেদ এবং শর্ত রয়েছে।

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ ও ইসলামী শরিয়ার বিধানের ফিকহি ভিত্তি :

আধুনিক ব্যবস্থা	ইসলামী ফিকহি ভিত্তি
বাজার তদারকি	হিসবাহ
খাদ্য পরীক্ষা	বাজার ও পণ্য তদারকি
নমুনা সংগ্রহ	প্রমাণ যাচাই
দোকান/গুদাম পরিদর্শন	হিসবাহ ও প্রশাসনিক তদারকি
পণ্য জব্দ	জনস্বার্থ ও ক্ষতিকর পণ্য অপসারণ
অভিযুক্তকে আটক	বিচারিক কর্তৃত্ব
গ্রেফতারি পরোয়ানা	বিচারিকভাবে হাজির করার ব্যবস্থা
জরিমানা/শাস্তি	তা'যীর
লাইসেন্স/ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ	জনস্বার্থে বৈধ বিষয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ
ভেজাল গোপন করা	الغش (প্রতারণা)

সুপারিশমালা

ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫-এর সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং বাংলাদেশে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রদান করা হচ্ছে। যেমন–

১. ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;
২. বাজার তদারকি ও মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম জোরদার করা;
৩. ভোক্তা ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
৪. ইসলামি মূল্যবোধভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা ও ব্যবসায়িক সততা প্রচার করা;
৫. দ্রুত বিচার ও শাস্তি নিশ্চিত করা;
৬. সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বিত কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল। বিশেষত ফরমালিন ব্যবহারের নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান সংগ্রহের সীমাবদ্ধতা, মাঠপর্যায়ে তথ্যপ্রাপ্তির জটিলতা এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক তথ্যের অপ্রতুলতা গবেষণাকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া গবেষণাটি মূলত গুণগত (qualitative) পদ্ধতিনির্ভর হওয়ায় ব্যবহারিক প্রয়োগ ও পরিমাণগত বিশ্লেষণের সুযোগ সীমিত ছিল। ভবিষ্যৎ গবেষণায় ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের কার্যকারিতা, জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা, ইসলামি হিসবাহ ব্যবস্থার আধুনিক প্রয়োগ এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে সমন্বিত আইনগত ও নৈতিক কাঠামো নিয়ে আরও বিস্তৃত গবেষণার সুযোগ রয়েছে। বিশেষত মাঠভিত্তিক জরিপ ও তুলনামূলক পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা পরিচালনা করা যেতে পারে। এছাড়াও জনস্বাস্থ্যভিত্তিক গবেষণা এবং খাদ্যনিরাপত্তা বিষয়ক সমসাময়িক গবেষণা নির্ভর তথ্যাবলির সন্নিবেশ করে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে গবেষণা করা যেতে পারে।

উপসংহার

ফরমালিন বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য সরবরাহে একটি বড় হুমকি হিসেবে বিবেচিত। ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে সরকার 'ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৫' প্রণয়ন করেছে। এ আইনের বাস্তবায়নে ভোক্তা অধিকার, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল, জেলা প্রশাসক, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সংস্থা কাজ করছে। গবেষণালব্ধ ফলাফলে প্রতীয়মান হয়েছে যে, 'ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫' খাদ্যে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে একটি আইনগত ভিত্তি হলেও জনসচেতনতার অভাব, দুর্বল বাজার তদারকি এবং দীর্ঘ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার কারণে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জিত হচ্ছে না। অন্যদিকে ইসলামি শরিয়াহ খাদ্যে ভেজাল ও ফরমালিন ব্যবহারকে প্রতারণা, মানবকল্যাণ বিরোধী কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করেছে। কুরআন, হাদিস ও ফিকহী বর্ণনার আলোকে ইসলাম জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ব্যবসায়িক সততা নিশ্চিত করার নির্দেশনা প্রদান করে। সর্বোপরি, খাদ্যে ফরমালিনের ন্যায় ক্ষতিকর পদার্থ মিশিয়ে ভোক্তাকে প্রতারিত করা প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ; এটি ইসলামি শরিয়াহর গাশ্‌শ (الغش), ক্ষতি প্রতিরোধ ও ভোক্তার অধিকারসংক্রান্ত নীতির পরিপন্থী। ফরমালিনের ক্ষতিকর অপব্যবহার প্রতিরোধ এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা বর্তমান আইনটির অন্যতম উদ্দেশ্য, যা মাকাসিদুশ শরিয়াহর আলোকে জীবন সংরক্ষণ (حفظ النفس) মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর একটি। এ অপরাধ প্রতিকারে প্রচলিত আইনে অর্থদণ্ড, প্রাণহানি ও ক্ষতির দায় নির্ধারণ করেছে ; তবে ইসলামি শরিয়ায় বিধিবদ্ধ কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডকে দিয়াতের সরাসরি সমতুল্য বলা যায় না। সর্বোপরি, প্রচলিত আইনটি উদ্দেশ্যগতভাবে ইসলামি নির্দেশনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও প্রায়োগিকভাবে কিছু ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। সুতরাং, বাংলাদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুরাগকে কাজে লাগিয়ে ইসলামি নির্দেশনার আলোকে সচেতনতা সৃষ্টি করলে খাদ্যে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আরও কার্যকর হতে পারে।

Bibliography

Abū Dauad, Abū Abdullah Soliman bin Asas bin Ishaq assijisttani. 1420H. *As-Sunan*. Beirut : Maktaba Asriyah

Agency for Toxic Substances and Disease Registry, *Toxicological Profile for Formaldehyde* (USA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, U.S. Department of Health and Human Services, 1999)

Ajjawzia, muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb bin saed shamsuddin ibn qiyam. ND. alturuq hukmia. Miśar: Mākatābātu sunnā āla muhām'mādiẏā

ajuddin ibna abdus salam, *kawaidul ahkam fee masalihil anam* (Bouruto : darun maarif, 1900)

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammad Ibn Ismā‘il. 1422 H. Al-Jāmi‘ Al-Sahīh. Bourut: Dar At toukon Najat

Ali, Md. Zafar. 2022. ‘Uṭpādita khādapane bhejal pratirodhe rasulullah (Sm.)-er nirdesana’’, *Islami ain O bichar*, vol-18, Issue: 69&70

al-Kasani,Imam Alauddin Abu Bakr ibn Masud.*badayie alsanayie fi tartib alsharayie* (Bourut: 1989)

Amirul Islam, “Islamic Guidelines for Preventing Food Adulteration : The Food Vendor’s Practice Context”. 2024. *Islami Ain O Bichar*, vol. 19 (76). https://doi.org/10.58666/iab.v19i76.238.

Aẓ Ẓāhir, Khālid khalīl &Tabarrā’, Ḥasan Musṭafā. Niẓāmul Ḥisbāh: Dirāsatun fil Idāratil Iqtisādiyah lil Mujtama` Al `Arabī Al Islāmī. `Amman: Dārul Masīrah, 1997

Cogliano VJ, Grosse Y, Baan RA, Straif K, Secretan MB, El Ghissassi F, “Working Group for Volume 88. Meeting report: summary of IARC monographs on formaldehyde, 2-butoxyethanol, and 1-tert-butoxy-2-propanol”, *Environ Health Perspect*, 2005 Sept, vol. 113(9):1205-8

Dr. ahmad ali, *Islamer shasti ain* (dhaka : bangladesh islamic senter, 2015

Editorial Boad, *Al-maoshu‘atul fiqahiyya* (kuet : wazaratul awokaf oya al-sujun al islamiyah, 1995)

Editorial Board, *sankhipto islami bisshokosh, (dhaka : islamic foundation bangladesh,* 2007)

Ibn Mājah, Abū Abdullah Muhammad bin Yeajid. 1998. As-Sunan. Cairo: Dar Yahya Kutub al-Arabiyyah, Hadith no : 2341

Ibn Taymīyah, Taqī al-Dīn Aḥmad b. ʿAbd al-Ḥalīm. *al-Fatāwā Al-Kubra*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1987

ibnul humam, Kamal uddin. fathul kodir sherhool hidaya (Bourut : darul fikar, N.D)

ibone abedin,Muhammad amin.*raddul muhtar* (Bourut : darul kutubil ilmiyah, 1412 H)

ibonu hibban, Muhammad ibonu hibban ahmad ibonu hibban ibonu maajo ibonu ma’bad, *As-sahih* (Bourut : muassaantur resalah, 1988)

Ibrahim ibonu farohoon, tabchiratul hukkam (Bouruto : darul kutubul ilmiyya, N.D.)

Imam Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 1999. assahīh. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-‘Arabi

kalaaji,Muhammad raoas.*maoshuaatu fikhee umar ibonil khattab* (Bourut : darun nafice, 1989)

Majedul Hoque, Arafath Jubayer & Iftear Kazim Rafi, “Food Adulteration in Bangladesh Becoming Most Common Health And Social Threat”, *Italian Journal of Prevention, Diagnostic and Therapeutic Medicine*, Vol, 8, No. 4

Mālēk, bin ānās bin āmēr. 1425. muẏāttā. ābu dābawi: mu'āsasāsātu jāẏēd bin sulatān

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, *Formalin Control Act 2015*, Act No. 5 of 2015, (Dhaka: Government of the Republic of Bangladesh, 18 February, 2015)

Mortas, M., Awad, N. & Ayvaz, H. Adulteration detection technologies used for halal/kosher food products: an overview. *Discov Food* **2**, 15 (2022). https://doi.org/10.1007/s44187-022-00015-7; Muhammad Ridho, Ayu Anggraini, & Yoli Oktaviani. (2021). Halal And Haram Food In Islam: Science Perspective . *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, *7*(2). https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.269

Rezaul Hossain, Dr. Muhammad.& Mohammad Anisur Rahman, “Existing Legal Frameworks for Food Safety Management in Bangladesh : A Critique from the Perspective of Islamic Legal Maxims” *Islami Ain O Bichar,* vol. 22 (85), 2026. https://doi.org/10.58666/iab.v22i85.352.

Śāha'ōẏī, Ata. ND. Al Hisbah Fil Islam. Kuwait: Matbaah Dar al-Uruba

sarakhasi, Shamsul aimma muhammad ibna ahmad ash.*usul al sarakhasi* (hydarabad, N.D.)

Sarfaraj Hamid,Dr. Syed. “Food Adulteration in Bangladesh: A Step towards Development of Protection”, *EBAUB Journal of Law*, Vol: I, December 2019

Sharmin Aktar, “Food Adulteration and Awarness of Consumer Right Protection: An Empirical Study in Sutrapur and Dhupkhola Area of Dhaka City”, *Jagannath University Journal of Arts*, vol- 9, No. 2, July–December 2019

WHO, *WHO Guidelines for Indoor Air Quality: Selected Pollutants* (Formaldehyde section) (World Health Organization, 2010)